সংবাদ | সাক্ষাৎকার | টক-শো | ম্যাগাজিন

The DhakaChat বাংলা

ই-পেপার

www.thedhakachat.com

১১ আগস্ট ২০২৫ | সোমবার

ইসির প্রাথমিক বাছাইয়ে উত্তীর্ণ এনসিপিসহ ১৬ দল

ডেস্ক রিপোর্ট: তরুণদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) নিবন্ধন চেয়ে আবেদন করা ১৬টি নতুন রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে যাচাই-বাছাইয়ের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন।

রবিবার (১০ আগস্ট) নির্বাচন কমিশনের (ইসি) অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ‘এনসিপিসহ ১৬টি দলকে আমরা মাঠ পর্যায়ে যাচাই-বাছাইয়ের জন্য তালিকা করেছি।
সেখান থেকে তদন্ত রিপোর্ট এলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’
এর আগে নিবন্ধন চেয়ে ইসিতে আবেদন করা এনসিপিসহ ১৪৪টি দলের কোনোটিই প্রাথমিক বাছাইয়ে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। এ জন্য সব কটি দলকেই ১৫ দিন সময় দিয়ে ঘাটতি পূরণের চিঠি দেওয়া হয়েছিল।
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, গত ২০ এপ্রিল পর্যন্ত নিবন্ধনপ্রত্যাশী দলগুলোকে আবেদন করার আহ্বান জানিয়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল ইসি।

তবে এনসিপিসহ বেশ কয়েকটি দল আবেদন করলে ২২ জুন পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়। ওই সময় পর্যন্ত ১৪৪টি দল ১৪৭টি আবেদন করে। প্রাথমিক বাছাইয়ে দলগুলোর সবার তথ্যেই ঘাটতি শনাক্ত হওয়ায় প্রথম ধাপে ৬২টি দলকে চিঠি দেওয়া হয়। আর দ্বিতীয় ধাপে এনসিপিসহ ৮২টি দলকে চিঠি দেওয়া হয়, খবর কালের কণ্ঠ।
নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় দলগুলোর আবেদন পাওয়ার পর কমিশন প্রথমে এগুলো বাছাই করে। এই বাছাইয়ে উত্তীর্ণ দলগুলোর তথ্যাবলি সরেজমিন তদন্ত শেষে বাছাই সম্পন্ন করে টিকে থাকা দলগুলোর বিষয়ে দাবি আপত্তি চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয় কমিশন। এরপর কোনো আপত্তি এলে শুনানি করে তা নিষ্পত্তি করা হয়। আর কোনো আপত্তি না থাকলে সংশ্লিষ্ট দলগুলোকে নিবন্ধন সনদ প্রদান করে ইসি।
নিবন্ধন ছাড়া কোনো দল নিজ প্রতীকে নির্বাচনে প্রার্থী দিতে পারে না।

প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন পদ্ধতি চালু করা হয়। এ জন্য জাতীয় নির্বাচনসংক্রান্ত আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে (আরপিও) নতুন বিধান যুক্ত করা হয়।

ওই আইন অনুযায়ী, কোনো দলকে নিবন্ধন পেতে বেশ কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে দলের কেন্দ্রীয় কমিটিসহ একটি সক্রিয় কেন্দ্রীয় কার্যালয়, অন্তত এক-তৃতীয়াংশ প্রশাসনিক জেলায় কার্যকর কার্যালয় এবং অন্তত ১০০টি উপজেলা বা মেট্রোপলিটন (মহানগর) থানায় কার্যালয় থাকতে হবে এবং প্রতিটি কার্যালয়ে ন্যূনতম ২০০ ভোটার তালিকাভুক্ত থাকতে হবে। সম্প্রতি এসব শর্তে পরিবর্তন আনার সুপারিশ করেছে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন। গত ৮ ফেব্রুয়ারি অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দেওয়া কমিশনের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, নিবন্ধন পেতে একটি কেন্দ্রীয় কার্যালয় থাকতে হবে। অন্তত এক-দশমাংশ জেলায় কার্যকর জেলা কার্যালয় এবং অন্তত ৫ শতাংশ উপজেলায় বা ক্ষেত্র মতে মেট্রোপলিটন থানায় কার্যকর কার্যালয় থাকতে হবে। দলের সদস্য হিসেবে ন্যূনতম পাঁচ হাজার ভোটার তালিকাভুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু এই সুপারিশ অনুসারে আরপিওর সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধন না হওয়ার কারণে নির্বাচন কমিশন বিদ্যমান আইন অনুসারেই দল নিবন্ধনের ব্যবস্থা নিচ্ছে।

নির্বাচন কমিশনে এ পর্যন্ত ৫৫টি দল ইসির নিবন্ধন পেলেও পরবর্তী সময়ে শর্ত পূরণ, শর্ত প্রতিপালনে ব্যর্থতা এবং আদালতের নির্দেশে পাঁচটি দলের (জামায়াতে ইসলামী, ফ্রিডম পার্টি, ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন, পিডিপি ও জাগপা) নিবন্ধন বাতিল করা হয়। এর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী সম্প্রতি তাদের নিবন্ধন ফিরে পেয়েছে। আর অন্য নিবন্ধিত দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত করা হয়েছে। ছাত্র-জনতার প্রবল আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আদালতের নির্দেশে এবি পার্টি নিবন্ধন পায়। এ ছাড়া নুরুল হক নুরের গণ অধিকার পরিষদ (জিওপি), মাহমুদুর রহমান মান্নার নাগরিক ঐক্য এবং গণসংহতি আন্দোলনের নিবন্ধন দেয় নির্বাচন কমিশন। এ এম এম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন বর্তমান ইসি দায়িত্ব নেওয়ার পর আদালতের আদেশে নিবন্ধন পায় বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি (বিডিপি) ও বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি। বর্তমানে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত দলের সংখ্যা ৫০।
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের তথ্য, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নিবন্ধন পেতে নতুন ৯৩টি দল আবেদন করে। এর মধ্যে ভুঁইফোড় দল হিসেবে পরিচিত দুটি দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম) ও বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টিকে নিবন্ধন দেয় তৎকালীন নির্বাচন কমিশন। তার আগে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ২০১৮ সালে শর্ত পূরণ না করার কারণ দেখিয়ে আবেদন করা ৭৬টি দলের কোনোটিকেই নিবন্ধন দেয়নি ইসি। পরে ২০১৯ সালে ববি হাজ্জাজের দল এনডিএম আদালতের আদেশে নিবন্ধন পায়।

দেশের মোট ভোটার ১২ কোটি ৬১ লাখ: খসড়া তালিকা প্রকাশ

ডেস্ক রিপোর্ট: নির্বাচন কমিশন (ইসি) ২০২৫ সালের হালনাগাদ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যাচ্ছে, ৩০ জুন পর্যন্ত দেশের মোট ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি ৬১ লাখ ৭০ হাজার ৯০০ জনে। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৪০ লাখ ৬ হাজার ৯১৬ জন এবং নারী ভোটার ৬ কোটি ২১ লাখ ৬২ হাজার ৭৬০ জন, খবর বাসস।

ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ রোববার রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান।
তিনি বলেন, ২০২৫ সালে ভোটার অন্তর্ভুক্তির হার ৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ এবং ভোটার বৃদ্ধির হার ১ দশমিক ৯৭ শতাংশ।

আখতার আহমেদ জানান, গত ২ মার্চ ভোটারের সংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৩৭ লাখ ৩২ হাজার ২৭৪ জন। পরবর্তীতে বাদ পড়া ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ হালনাগাদ কার্যক্রমে নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছে ৪৫ লাখ ৭১ হাজার ২১৬ জন।
একই সময়ে মৃত ও অযোগ্য ভোটার হিসেবে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ২১ লাখ ৩২ হাজার ৫৯০ জনকে। ফলে সম্পূরক তালিকা অনুযায়ী দেশের মোট ভোটার দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি ৬১ লাখ ৭০ হাজার ৯০০ জনে।

তিনি আরও বলেন, সম্পূরক খসড়া তালিকা আজ (রোববার) আমাদের সব অফিসে প্রকাশ করা হয়েছে। কোনো তথ্য সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা জানাতে হবে এবং প্রাপ্ত সংশোধনী যাচাই করে ৩১ আগস্ট চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।

ইসি সচিব জানান, ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যাদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হবে, তাদের অন্তর্ভুক্ত করে আরও একটি তালিকা প্রকাশ করা হবে। নবীন ভোটারদের দীর্ঘসময় অপেক্ষা না করানোর জন্য নতুন আইনে এই সুযোগ রাখা হয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেন, এ বছর মোট তিনবার ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। ইতোমধ্যে প্রথমটি করা হয়েছে গত ২ মার্চ। দ্বিতীয়টি আগামী ৩১ আগস্ট এবং তৃতীয়টি ৩১ অক্টোবর প্রকাশ করা হবে।

নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা জানান, ভোটার তালিকা হালনাগাদ প্রক্রিয়ায় এবার প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে। ভোটারদের জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) সংক্রান্ত তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাই করতে ডাটাবেইজের সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে। এছাড়া, একাধিকবার ভোটার হওয়ার চেষ্টা বা মিথ্যা তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, এই হালনাগাদ প্রক্রিয়াটি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন উভয়ের ক্ষেত্রেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তারা মনে করছেন, সঠিক ও নির্ভুল ভোটার তালিকা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াবে এবং অবৈধ ভোটদানের প্রবণতা কমাবে।

এদিকে, নির্বাচন কমিশন নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে— কেউ যেন নিজের নাম, ছবি বা তথ্য ভুল পাওয়া গেলে দ্রুত সংশোধনের জন্য আবেদন করেন। সঠিক ও হালনাগাদ তথ্য দিয়ে ভোটার তালিকা প্রস্তুত হলে দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য হবে বলে কমিশনের প্রত্যাশা।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন না হলে সংস্কার অসম্ভব: আমীর খসরু মাহমুদ

ডেস্ক রিপোর্ট: রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন না হলে সংস্কার অসম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

রোববার (১০ আগস্ট) রাজধানীর গুলশানের লেকশোর হোটেলে অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত এক সংলাপে তিনি এ কথা বলেন। সবাইকে সাংঘর্ষিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকেও বেরিয়ে আসার পরামর্শ দিয়ে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বক্তব্যের মাধ্যমে বিষোদগার বন্ধ করতে হবে। গণতন্ত্র মানে অন্যজনের কথা শুনে সহ্য করা, তার মতকে সম্মান দেওয়া, খবর বাংলা নিউজ ২৪।

তিনি বলেন, মানুষের কথা বলার সুযোগ অব্যাহত থাকলে আপনা–আপনিই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারের পতনের পর বাংলাদেশের মানুষের মনোজগতে বিশাল পরিবর্তন এসেছে, এই পরিবর্তন বুঝতে না পারলে কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি টিকতে পারবে না।
আমীর খসরু মাহমুদ বলেন, বিপ্লবোত্তর যে দেশ দ্রুত নির্বাচন করেছে, তারা ভালো করেছে; যারা দীর্ঘ সময় নিয়েছে, সেখানে অন্তঃকোন্দল বেড়েছে। এই সরকারের আমলে বিনিয়োগ আসেনি মন্তব্য করে বিএনপির এই নেতা বলেন, এতে তাদের দোষ নেই।

বিনিয়োগে বাংলাদেশ অনেক নিচে। সিরিয়াস ডিরেগুলেশন ও সিরিয়াস লিবারেলিজম ছাড়া দেশের অর্থনীতি এগিয়ে নেওয়া যাবে না।

জুলাই–আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের বাজেট অব্যাহত রাখার প্রয়োজন ছিল না মন্তব্য করে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত ছিল অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট দেওয়া। ফ্যাসিবাদের বাজেট চালিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না।
সরকারের অনেক দায়িত্ব বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিতে হবে মন্তব্য করে তিনি বলেন, ট্রেড বডিগুলোর হাতে অনেক কার্যক্রম তুলে দিয়ে সরকারকে নির্ভার হতে হবে। ফিজিক্যাল কন্ট্রাক্ট না কমালে দুর্নীতি কমানো যাবে না।
আমীর খসরু মাহমুদ বলেন, দেশে যত নিয়ন্ত্রণ (রেগুলেশন) থাকবে, তত দুর্নীতি বাড়বে। অর্থনীতিকে গণতান্ত্রিক করতে হবে, এতে সবার অংশগ্রহণ লাগবে।

উপদেষ্টাদের সততার ওপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেছে বিএনপি

ডেস্ক রিপোর্ট: অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাদের সততার ওপরে পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

শনিবার (৯ আগস্ট) রাতে গণমাধ্যমকে দেওয়া এক বিবৃতিতে মির্জা ফখরুল বলেন, আজকে একটি পত্রিকায় একজন সাবেক সচিবকে (নাম উল্লেখ না করে) কোট করে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে যে, উনি বলেছেন- আটজন অ্যাডভাইজার নাকি করাপশনের সঙ্গে জড়িত। এই ধরনের একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে।
তিনি আরও বলেন, আমি বলতে চাই, হুইচ ইজ নট আওয়ার্স। এটার সঙ্গে আমাদের (বিএনপি) কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা প্রধান উপদেষ্টাসহ এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সকল উপদেষ্টাকে অত্যন্ত সম্মান করি এবং তাদের ওপরে আস্থা, তাদের ইন্টিগ্রিটির ওপরে আমরা আস্থা রাখি, খবর দেশ টিভি।

ক্যাশলেস লেনদেন বাড়ানোর ওপর জোর দিলেন গভর্নর

ডেস্ক রিপোর্ট: রাষ্ট্রের বিপুল পরিমাণ খরচ বাঁচাতে নগদ অর্থ ব্যবহারের প্রবণতা কমিয়ে আনতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। ক্যাশলেস লেনদেন বাড়ানোর ওপর জোর দেন তিনি।

টাকা ছাপানো, সংরক্ষণ, সারা দেশে তা পরিবহন ও বণ্টনে প্রতিবছর প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা খরচ হয় বলে জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর। রবিবার (১০ আগস্ট) সকালে রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) কর্তৃক আয়োজিত 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ৩৬৫ দিন' শীর্ষক সংলাপে গভর্নর আহসান এইচ মনসুর এ কথা জানান।

এছাড়া তিনি আরও জানান টাকা ছাপানো, পরিবহন ও বণ্টনের এ খরচ কমাতে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে কিউআর কোডভিত্তিক লেনদেন জনপ্রিয় করতে নীতিগত সহায়তা ও প্রযুক্তি অবকাঠামো তৈরির কাজ করছে। এক্ষেত্রে লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে কিউআর কোড ব্যবহার করতে হবে। এর ফলে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ভোক্তা—সবার জন্য লেনদেন হবে দ্রুত, নিরাপদ ও স্বচ্ছ। ক্যাশের ব্যবহার কমলে রাষ্ট্রীয় খরচও উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাবে।

এ সংলাপে ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য স্মার্টফোনের গুরুত্ব তুলে ধরেন আহসান এইচ মনসুর। বর্তমানে আর্থিক লেনদেন, বিল পরিশোধ বা ইন্টারনেটভিত্তিক যেকোনো সেবা নিতে স্মার্টফোনের ব্যবহার অপরিহার্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, তারা স্মার্টফোনের দাম কমাতে কাজ করছেন। শতভাগ মানুষকে স্মার্টফোনের আওতায় আনা সম্ভব হবে যদি ৬ থেকে ৭ হাজার টাকার মধ্যে ভালো মানের স্মার্টফোন বাজারে আনা যায় ।
গভর্নর আরও বলেন, এ লক্ষ্য অর্জনে ইন্টারনেটের দাম আরও কমাতে হবে এবং সেবার মান বাড়াতে হবে।

গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, ক্যাশলেস অর্থনীতি শুধু খরচ বাঁচাবে না, বরং দুর্নীতি ও অর্থপাচার রোধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। নগদ অর্থ ব্যবহারের পরিমাণ কমলে আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা বাড়বে এবং ট্যাক্স আদায় প্রক্রিয়া আরও কার্যকর হবে। এর ফলে রাষ্ট্রের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে।

সভায় বক্তারা আরও মত দেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, গণপরিবহন এবং সরকারি ফি প্রদানের ক্ষেত্রে ক্যাশলেস সিস্টেম বাধ্যতামূলক করা হলে স্বল্প সময়ে বড় পরিবর্তন আসবে। এর পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগ বাড়ানো এবং নেটওয়ার্ক সমস্যার সমাধান করাও গুরুত্বপূর্ণ।

সবখবর সবার আগে পেতে ভিজিট করুন-

www.thedhakachat.com

The DhakaChat বাংলা

https://www.youtube.com/@DhakaChat
https://www.facebook.com/DhakaChatShow

Publisher: **DPH Agency**
E-mail: dhakachat.show@gmail.com